মাসিক নিউজ লেটার মে, ২০২২

শ্রদ্ধাঞ্জলী

১মে, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার শাকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বাপা সিলেট শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্টার জামিল আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা মুলক কর্মসূচি হিসেবে মাস্ক ও সাবান বিতরণ

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও ওয়াটারকিপারস বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ১১মে সকাল ১১টায় মাতারবাড়ী কে. জি. এন্ড মডেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে বাপা মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি মাষ্টার মোঃ নুরুন্নবীর নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা মুলক কর্মসূচি হিসেবে হাত ধোঁয়ার সাবান ও মাস্ক বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন , বাপা মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিক, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলা উদ্দিন আলো, সদস্য আলী আজগর, সদস্য শাবনাজ সোলতানা, মাষ্টার রিদুয়ান কাদের ও ফরহাদ হোছাইন প্রমূখ।

কর্মকৌশল নির্ধারনী সভা

১২ই মে, ২০২২ মোংলা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত বিভিন্ন নদী-খালের অবৈধ বাঁধ ও স্থাপনা বিষয়ক তথ্য প্রদান কমিটির কর্মকৌশল নির্ধারনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভা

বড়াল রক্ষা আন্দোলনের প্রায়াত আহ্বায়ক ডা. অঞ্জণ ভট্রাচার্যের স্মরণ সভা ১৫ মে, ২০২২ চাটমোহর, পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিলসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পরিবেশবিদগন।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতামুলক কর্মসূচি হিসেবে মাস্ক ও সাবান বিতরণ

১৫ই মে,২০২২ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ'র আয়োজনে মোংলা শাখায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কর্মসুচির অংশ হিসেবে সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

চট্রগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি উৎপাদন পরিকল্পনা: সম্ভাব্য কার্বন বিপর্যয় শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন

চট্রগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি উৎপাদন পরিকল্পনা: সম্ভাব্য কার্বন বিপর্যয় (A Carbon Catastrophe in the Making: The dirty energy plans in Chattogram) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), মার্কেট ফোর্সেস এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ১৬ই মে, ২০২২ সোমবার সকাল ১১.০০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব-এর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল (সাবেক ভিআইপি লাউঞ্জ) ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে ।

প্রতিবেদন অনুসারে, চট্রগ্রাম বিভাগ বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন বিপর্যয়ের হওয়ার একটি উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রস্তাবিত জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই চট্রগ্রাম বিভাগে। জীবাশ্ম জ্বালানী প্ল্যান্টের এই বিশাল সম্প্রসারণ প্রধানত জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী কোম্পানিগুলোর দ্বারা নির্মিত বা অর্থায়ন করা হবে ।

"চট্রগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি উৎপাদন পরিকল্পনা: সম্ভাব্য কার্বন বিপর্যয় (A Carbon Catastrophe in the Making: The dirty energy plans in Chattogram)" প্রতিবেদনে চট্রগ্রামের প্রস্তাবিত ২০ গিগাওয়াট নতুন কয়লা ও গ্যাস বিদ্যুৎ ক্ষমতার বিরূপ

প্রভাবের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কর্মক্ষম জীবনকালে বায়ুন্ডলে ১.৩৮ বিলিয়ন টন সমতুল্য কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করা।

প্রতিবেদনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে বিশাল নির্মাণ প্রকল্পগুলো স্থানীয় বাস্তুবিদ্যা এবং জলপথ, সম্প্রদায় এবং জীবিকা, স্বাস্থ্য, সেইসাথে জলবায়ুর জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটাবে। মাতারবাড়ি ২, জাপানি ব্যবসার দ্বারা পরিকল্পিত একটি ১২০০-মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রস্তাব। মাতারবাড়ি ১ এবং ২ যদি নির্মিত হয়, এই প্রকল্পের বায়ু দূষণের স্বাস্থ্যগত প্রভাবগুলো তাদের কর্মক্ষম বছরগুলোতে আনুমানিক ৬৭০০ জনের অকাল মৃত্যু ঘটাবে। এই প্রকল্পটি বিদেশী কয়লা অর্থায়ন বন্ধ করার জন্য জাপানের ২০২১ জি৭ প্রতিশ্রুতিরও বিরোধিতা করে।

চট্টগ্রামের মূল উদ্যোক্তা, মিতসুবিশি কর্পোরেশন, JERA- এর মালিক TEPCO এবং চুবু, সেইসাথে SMBC গ্রুপ, সকলেই আগামী সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তাদের নেট শূন্য অঙ্গীকারের সাথে এই ধরনের কার্বন নিবিড় প্রকল্পগুলোর সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে প্রকাশের দাবির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবেদনে ২০৩০ সালের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, পরবর্তী এলএনজি-থেকে-বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জন্য প্রতি গিগাওয়াট গড়ে US$960 মিলিয়ন খরচ হবে, যা শুধুমাত্র চট্টগ্রামের জন্য US$18 বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা প্রতিকূল প্রভাবগুলো প্রশমিত করার জন্য বাংলাদেশের ২০২২ সালের জলবায়ু পরিবর্তনের বাজেটের চেয়ে ছয় গুণ বেশি।

উপরন্তু, বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য ওভার ক্যাপাসিটির সমস্যা রয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে ইনস্টল করা ক্ষমতার প্রায় ৬০% ব্যবহার করা হয়নি। ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (আইইইএফএ) অনুসারে, গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত চাহিদার মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষমতার ব্যবহার পরবর্তী পাঁচ বছরে ৪০% এর নিচে নেমে যাওয়ার অনুমান করা হয়েছে। কম চাহিদা এবং ট্রান্সমিশন অবকাঠামো নির্মাণে বিলম্বের কারণে, বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে কম ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুতের ক্ষমতার জন্য কোম্পানিগুলিকে US$১.৬ বিলিয়ন প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন সমাপ্ত পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কয়েক মাস ধরে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করেনি। এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত, মালিকরা অলস বসে থাকার জন্য প্রায় ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের মারাত্মক ব্যয়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে, যা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের কাছে বাংলাদেশের অতিরিক্ত ক্ষমতা সংকটের আর্থিক বোঝা স্থানান্তরিত করে।

আইইইএফএ'র মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি আমদানিকৃত জ্বালানি থেকে একটি অস্থিতিশীল মূল্যের বাজারে উন্মোচিত হবে। যদি এই প্রকল্পগুলো এগিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশী জনগণ আর্থিক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে বাধ্য হবে যা বিদেশী বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারা বহন করা উচিত ছিল।

মার্কেট ফোর্সেস এর নির্বাহী পরিচালক জুলিয়েন ভিনসেন্ট বলেন, "জলবায়ু বিজ্ঞান এবং শক্তি অর্থনীতিবিদরা এটা পরিষ্কার করেছেন: আমরা যদি জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে বদ্ধপরিকর হই, তাহলে আমাদের নতুন কয়লা, গ্যাস এবং তেল প্রকল্প নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর উচিত বাংলাদেশকে দূষণকারী শক্তি প্রযুক্তির সর্বশেষ ডাম্পিং গ্রাউন্ডগুলোর একটি হিসাবে বিবেচনা করা বন্ধ করা এবং পরিবর্তে এটিকে পরিষ্কার, সাশ্রয়ী এবং জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে তার নতুন বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করা।" মার্কেট ফোর্সেস একটি পরিবেশগত অর্থায়ন এনজিও যা এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে জীবাশ্ম জ্বালানী প্রকল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, "মিতসুবিশি, জেরা এবং জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) এর মতো কোম্পানিগুলো এই প্রকল্পগুলোর জন্য চাপ দিচ্ছে যাতে তারা বিষাক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ থেকে লাভবান হতে পারে, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশীদের খরচের প্রতি সামান্য বিবেচনা না করে। এসব কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের সচেতন হতে হবে: বাংলাদেশীরা পরিষ্কার, সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানিতে বিনিয়োগ চায়, দূষিত এবং ব্যয়বহুল এলএনজি নয়।"

জাপান সেন্টার ফর সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি (JACSES) এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ইউকি তানাবে বলেন, "সুমিতোমো কর্পোরেশন, একটি জাপানি সংস্থা, মাতারবাড়ি ২ কয়লা প্রকল্প থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। জাপানি বেসরকারি ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারীরা নাটকীয়ভাবে তাদের জলবায়ু নীতিগুলি শক্তিশালী করছে। কয়লা ও গ্যাস প্রকল্পগুলো শীঘ্রই অর্থায়নযোগ্য হবে না, এমনকি জাপানি বিনিয়োগকারীদের দ্বারা হলেও।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, "সরকার যদি এনডিসি বাস্তায়নন করতে চায়, তাহলে এখনই জ্বীবাশ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে হবে। কয়লা ও আমদানীকৃত গ্যাসের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত সম্প্রসারণ করছে, সেই সহযোগিতা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে করুন ।"

সভাপতির বক্তব্যে বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক ও ব্রতী'র প্রধান নির্বাহী শারমীন মুরশিদ বলেন, "আগে আমাদের মূল লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। তারপর সবাইকে সাথে নিয়ে দুষণমুক্ত টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্মোহ বাস্তবায়ন করতে হব। সরকার কি পরিবেশ ধ্বংস করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায় নাকি দেশের পরিবেশ প্রকৃতি অক্ষুন্ন রেখে স্থায়িত্বশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর দেশে পরিণত হতে চায়, সেটাই ভাবার বিষয় ।"

সংবাদ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের জন্য একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ও অংশ গ্রহণমূলক কৌশলগত পরিবেশ সমিক্ষা (Strategic Environmental Assessment) অবিলম্বে নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

মাসব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর আয়োজনে **১৯** মে মহেশখালী ডিগ্রি কলেজের আঙ্গিনায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল আহমদ কবির এর উপস্থিতিতে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোছাদ্দেক ফারুকী , মহেশখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কোহেলিয়া নদী রক্ষা কমিটির আহবায়ক আবুল বশর পারভেজ ,বাপা মহেশখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিক, কোহেলিয়া নদী রক্ষা কমিটির সদস্য ও মেম্বার প্রার্থী করিম উল্লাহ (তালুকদার), কোহেলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি নুরুল কাদের প্রমূখ ।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে আইনের ভূমিকা এবং পরিবেশগত সুশাসন”-শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)’র উদ্যোগে **২১** মে, **২০২২** শনিবার সকাল **১১**টায় সিরডাপ, চ্যামেলী হাউজ, **৭১** তোপখানা (পুরাতন ভবন দ্বিতীয় তলা রাউন্ড টেবিল কক্ষ) ঢাকায়, “বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি অর্জনে আইনের ভূমিকা এবং পরিবেশগত সুশাসন”-শীর্ষক এক সেমিনারের অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)’র অর্থ, বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক, অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম বাংলাদেশ এর বিশেষ দূত, ওয়ার্ল্ডইকোনমিক ফোরাম ও বায়োডাইভারসিটিজ কমিশন এর কমিশনার, মো. আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা’র নির্বাহী সদস্য ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইইডি)-এর সিনিয়র ফেলো এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ এন্ড ডেভলপমেন্টের পরিচালক, ড. সালিমুল হক।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক, মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এ্যাডভোকেট ড. সাঈদা নাসরিন এবং বাপা'র নির্বাহী সদস্য ও অর্থ, বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব, এমএস সিদ্দিকী প্রমূখ।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বাপা'র কোষাধক্ষ্য মহিদুল হক খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক কামরুজ্জমান মজুমদার, হুমায়ন কবির সুমনসহ বাপা'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকারের প্রচার এবং এসডিজি অর্জনের জন্য পরিবেশগত শাসনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি আইন রয়েছে, তবে, পরিবেশগত আইন ও নীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য, পরিবেশগত আইনের শাসন তাৎপর্যের দাবিদার যা শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগই বাড়াবে না বরং টেকসই পরিবেশের প্রচারও সহজতর করবে। এটা উল্লেখ্য যে উন্নয়ন পরিবেশগত আইনের শাসন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর নির্মিত: শক্তিশালী আইনি কাঠামো; কার্যকর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠান, তথ্য এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস। তিনি আরো বলেন কার্যকর পরিবেশগত শাসনের প্রচারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা SDG অর্জনে পরিবেশগত আইনের শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন যার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা সহ একটি শক্তিশালী মানবাধিকার ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং মহামারী দ্বারা ব্যাহত হওয়া এসডিজি অর্জনের জন্য বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা এবং কৌশলগুলি পুনরায় ডিজাইন করা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমরা বাংলাদেশ এনার্জি সোসাইটি এ্যাক্ট করেছি। পরিবেশের এক্সপার্টদের নিয়ে একটি প্লাটফর্ম করেছি যেখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা কথাবার্তা হতে পারে। আজকে যে আলোচনা হয়েছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো এবং আলোচনার সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে পৌছে দেওয়া হবে তা বাস্তবায়নে।

বিশ্বের ৫৫টি দেশের সদস্যদের নিয়ে একটি পার্লামেন্টেরিয়ান ভর্ণারেবল ফোরাম করা হয়েছে। যেটি একযোগে কাজ করবে। তিনি বাপাকে মুল সংগঠন ধরে একটি ফোরাম করার প্রস্তাব করেন যেখানে দেশের পরিবেশের যেসমস্ত আইন কার্যকর বা বাস্তবায়ন হচ্ছে না সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করবে সরকারে সাথে। অধিকাংশ উন্নত দেশগুলো উন্নয়ন করে যাবে কিন্তু তাদের এ উন্নয়নের ফলে পরিবেশের ক্ষতির কথা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো বলতে পারবে না বললেও তারা আমাদের কথা শুনবে না।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের সেকশন ফর ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারমেন্ট পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। নদী অধিকার আসলে মানুষের অধিকার। পরিবেশের সুরক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে এবং বিজনেসম্যানদের মধ্যেও রয়েছে। আজকের যে সুপারিশগুলো এসেছে তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। আমি আশা করব এগুলো সরকারের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌছবে এবং তারা সেগুলো দেশের পরিবেশের স্বার্থে বাস্তবায়ন করবে।

ড. সালিমুল হক বলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অ্যাডভোকেসি করে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করতে হবে। দেশের যে আইন বিদ্যমান আছে তা দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় অনেক কিছু করার সম্ভাবনা আছে। আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে পারলে বাস্তবায়নকারি সংস্থা এবং কর্মকর্তারাও সঠিক পথে চলতে বাধ্য। বাপা'র

সাথে যারা জড়িত তারা সবাই নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যপক কাজ করতে পারি। নতুন প্রজম্মের মাঝে পরিবেশের বিষয়গুলো পৌছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

কে এম নূরুল হুদা বলেন, সরকারের মেকানিজমকে সামনে রেখে আমাদের চিন্তা ভাবনা করলে চলবে না। আমাদের যেতে হবে সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে। সরকারের পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষকেও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে শরীফ জামিল বলেন, আলোচনা এবং পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যাতে আগামী দিনের পরিবেশের জন্য ধংসাত্মক না হয সে জন্য টেকসিই উন্নয়ন ও অভীষ্ঠ অর্জন করতে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা প্রয়োজন। তিনি আগত এবং ভার্চুয়ালী যুক্ত সবাইকে সেমিরারে স্বাগত জানান। পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে পারি সে লক্ষ্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সরকারকে পরিবেশ রক্ষায় নানা কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশে আমাদের যে ইন্ডিকেটর আছে সেগুলো কিভাবে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে কতটুকু নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। আমরা বিশ্ব টি-টোয়েন্টি প্রমোট করতে চাই। আমাদের দেশের উন্নয়নগুলোও হতে হবে সেই লক্ষ্য অর্জনের সাথে সঙ্গতি রেখে।

ড. সাইদা নাসরিন বলেন, পরিবেশের বিষয়গুলোর ভিত্তি আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আদালতে মামলা করার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোনো ক্ষমতা রাখা হয়নি। এডুকেশন সিস্টেম খুব বেশি কাজে লাগানো দরকার। একেবারে প্রাইমারি এডুকেশন থেকে হাই লেভেল পর্যন্ত। পলিথিনের কারণে আমাদের কি কি ক্ষতি হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের জেলায় এক্সপেক্ট্যান্সি সেটা যে কমে গেছে এবং সেটা যে রাইট টু লাইফ' আর্টিকেল থার্টি টু অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সেটা ডিউরেশন এবং হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বুজবো ততখন পরিবেশের ক্ষতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমান জেনারেশন তারাই একসময় এক্সিকিউটিভ হিসেবে পার্লামেন্টে যাবে। তাই তাদের মাঝে পরিবেশের গুরুত্ব তৈরী করতে হবে।

এমএস সিদ্দিকী বলেন, দেশে গার্মেন্টস করার জন্য কোন এটিপি নেই। অথচ বিদেশে ইন্ডাস্ট্রিয বা গার্মেন্টস করার জন্য অবশ্যই এটিপি থাকতে হবে। উন্নত দেশগুলো পরিবেশ ধংশের জন্য দায়ী কিন্তু এর দায়ভারটা সবার। কারো সুনির্দিষ্টভাবে বেশি হতে পারে কিন্তু দায়ভারটা আমাদের সবারই সুতরাং আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকতে হবে যেন বিভিন্ন ফোরামে বলা আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। পরিবেশ আইনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক যেসব দায়দায়িত্ব আছে সেগুলো কিভাবে আমরা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। দেশের পরিবেশ রক্ষায় আইন প্রয়োগকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা না থাকার কারনে তারা আইনের অপপ্রয়োগ করেন এবং উল্টো বলেন আইন ও আইন সংস্থার প্রতি জনগনের কোন শ্রদ্ধা নাই। এমন পরিস্থিতি জাতীর জন্য মোটেও কল্যাণকর নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আঞ্চলিক কমিটির সভা

২১ মে, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ইসি এলাকায় ঝুপড়ি দোকান উচ্ছেদের পাশাপাশি হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে হলেও কংক্রিটের সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কক্সবাজার আঞ্চলিক কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় এ দাবি জানানো হয়।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কর্মসুচি

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সচেতনতা কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাপা এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ'ও যৌথ উদ্যোগে মোংলা শাখায় ২৫ মে, মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হয়।

উঠান বৈঠক

জাতীয় বাজেটে উপকূল অঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ, সুন্দরবন ও পশুর নদীসহ প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষা, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং পরিবেশবান্ধব-জনবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দাবীতে মোংলা শাখায় ২৫ মে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত।

নির্মাণাধীন আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্পঃ একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষা"- শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ২৬ মে, ২০২২, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাব-এর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল (সাবেক ভিআইপি লাউঞ্জ) ঢাকায়, "নির্মাণাধীন আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্পঃ একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষা"- শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাপা'র নির্বাহী সদস্য ও অর্থ, বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব, এম এস সিদ্দিকী'র সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওমেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আশিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক ও বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সমন্বয়ক মিহির বিশ্বাস, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমেদ কামরুজ্জমান মজুমদার এবং আশুগঞ্জ নির্মাণাধীন প্রকল্প এলাকার বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম ফরিদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক হুমায়ন কবির সুমন, বাপা'র নির্বাহী সদস্য ও নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর গবেষণা ব্যবস্থাপক রিয়াসাত নূর ।

প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে আশিকুর রহমান বলেন, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রথমে ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেও, সরকার গতবছর তা বাতিল করে এল এন জি অথবা নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সম্প্রতি তা ২৪০০ মেগাওয়াটের এল এন জি

ভিত্তিক প্লান্ট নির্মাণ করবে বলে জানা যায়। প্রকল্প নির্মাণকালে ৩ ফসলী কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণে ব্যাপক অনিয়মের পাশাপাশি ২৯ কিলোমিটার পানিপথ ভরাট করা হবে বলে তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রকল্পসহ আশপাশের শিল্পায়ন কলাপাড়া এলাকার নদী, পানি ও মৎস্য সম্পদসহ সাধারণ মানুষের জন্য যেসকল নেতিবাচক প্রভাবসমূহ ফেলবে তা স্থানীয় জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে আরও অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানান ।

সভাপতির বক্তব্যে এমএস সিদ্দিকী বলেন, বাপা কখনই উন্নয়নের বিপক্ষে নয়। কিন্তু যে উন্নয়ন দেশের কৃষি, পরিবেশ, নদী, জীববৈচিত্র ও প্রাণীসম্পদ ধ্বংস করে সে উন্নয়ন আমরা চাই না। তিনি সম্ভাব্য অভিঘাতসমূহ সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে দেশের সকল কয়লা ও এল এন জি ভিত্তিক বিদুৎ প্রল্পগুলো নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রুপান্তরের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান ।

বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল দেশের বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যেন দেশের সামগ্রিক পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব না পড়লে সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান। কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যেন এসডিজি বাস্তবায়নে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্যও সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে। কলাপাড়ায় চলমান শিল্পায়ন দেশের মৎস্য সম্পদ, বিশেষভাবে ইলিশ এবং তরমুজ উৎপাদনের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে উল্লেখ করে তিনি ঐ অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নকল্পে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তায়নের আহ্বান জানান।

আশুগঞ্জ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ভুক্তভোগী ফরিদ উদ্দিন বলেন, এখানে যে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হচ্ছে তা সম্পূর্ণ তিন ফসলি জমিকে নষ্ট করেছে। তিনি তিন ফসলি জমি রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানান। সংবাদ সম্মেলনে আশেপাশের মানুষের জীবিকা, বাস্তসংস্থান এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রাক্কালে যথাযথ ও স্বচ্ছ প্রভাব নিরূপণের দাবী জানানো হয়।

উঠান বৈঠক

মহেশখালীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ আয়োজনে ২৫ ও ২৬ মে হোয়ানক ইউনিয়নের পানির ছড়া এলাকায় এবং ইউনুসখালী বাজারে "মহেশখালীর পাহাড় ও বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং কোহেলিয়া নদী ও প্যারাবন রক্ষাসহ করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনসচেতনতার লক্ষ্যে "উঠান বৈঠক" অনুষ্ঠিত হয়।